বিমার মৌলিক ধারণা
Basic Concepts of Insurance

ইউনিট ১০

ভূমিকা

মানব জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তায় ভরপুর। ঝুঁকি আছে বলেই নন্দলালের মত ঘরে বসে থাকত হবে, এমনটি করা যাবে না। এসব ঝুঁকিকে মোকাবেলা করেই জীবনকে প্রবাহমান রাখতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে বিমা সকল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে মোকাবেলা করার একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ঝুঁকি শুধু মানব জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়। মানব জীবনের ন্যায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিরাজমান। পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত ঝুঁকি বিদ্যমান। ঝুঁকি নিরসন বা কমানোর জন্য দিন দিন বিমার পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাহলে আসুন, এ ইউনিটটি শেষ করি এবং বিমার ইতিহাস, প্রকারভেদ, বিমাচুক্তি এবং বাংলাদেশে বিমা ব্যবসার নানা বিষয় সম্পর্কে জেনে নেই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১০.১ : বিমার সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও ইতিহাস
পাঠ-১০.২ : ঝুঁকি ও ঝুঁকির প্রকারভেদ
পাঠ-১০.৩ : বিমার মূলনীতি
পাঠ-১০.৪ : বিমা চুক্তিঃ বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি
পাঠ-১০.৫ : বিমা চুক্তির শ্রেণিবিভাগ
পাঠ-১০.৬ : বিমা ব্যবসা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মুখ্য শব্দমালা	বিমা, ঝুঁকি, বিমা চুক্তি, বিমা ব্যবসায়

পাঠ-১০.১ বিমার সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিমার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিমার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

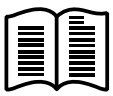

বিমার সংজ্ঞা

পূর্বের ব্যাংকিং ব্লকে আমরা জেনেছি, ব্যাংকের ইনপুট এবং আউটপুট উভয়ই অর্থ। অর্থাৎ ব্যাংক অর্থের ব্যবসা করে। পক্ষান্তরে, বিমা ঝুঁকির ব্যবসা করে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প খাতের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে এক কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে বিমাকে বিবেচনা করা হয়। এবার আসুন, বিমা বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের সংজ্ঞা জেনে নিই।

অধ্যাপক I.M. Taylor- এর মতে, "বিমা চুক্তি হলো প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রতিদানে এক-পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষের সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণের সম্মতি।"

অধ্যাপক মার্ক গ্রীনির মতে, "বিমা হলো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়কে সার্বিক ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করে।"

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, বিমা হলো দুটি পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি যার এক পক্ষ তার সম্ভাব্য ঝুঁকি গ্রহণ করার জন্য অন্য পক্ষকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে এবং অপর পক্ষ উক্ত অর্থের বিনিময়ে ঝুঁকি গ্রহণ করে। তবে একথা স্পষ্ট যে, বিমা মানেই অন্যের ঝুঁকি নিজের ঘাড়ে নেওয়া। ঝুঁকির ভার গ্রহণ করাই হলো বিমা ব্যবসার মূল বিষয়।

বিমার গুরুত্ব

বিমার মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তিক ও ব্যবসায়িক ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। অন্যের ঝুঁকি নিজের ঘাড়ে নিয়ে বিমা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ব্যবসায়ের নানা লেনদেনের সাথে বিমা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এবার আসুন, এর গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।

(ক) ব্যক্তি পর্যায়ে বিমার ভূমিকাঃ পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু বা যেকোন দুর্ঘটনার কারণে একটি পরিবার আর্থিক সংকটে পড়ে। বিমা ব্যবস্থা এরূপ ক্ষেত্রে মানুষকে আর্থিক সংকট থেকে মুক্ত করতে পারে। জীবন-বিমা, দুর্ঘটনা-বিমা ও স্বাস্থ্য-বিমা ইত্যাদি ব্যক্তি বিমার আওতাভুক্ত। বিমার মাধ্যমে বিমাগ্রহণকারীর অকাল বা পরিণত মৃত্যুতে তার উত্তরাধীকারী আর্থিক সুবিধা পায়। অগ্নি-বিমা, নৌ-বিমা, দুর্ঘটনা বিমা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও দুর্ঘটনাজনিত কারণে বিমা গ্রহীতা আর্থিক ক্ষতিপূরণ পায়।

(খ) ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিমার গুরুত্বঃ ব্যবসায়ে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। পণ্যের বাজারদর কমে যাওয়া, পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহের সময় দুর্ঘটনা ঘটা, গুদামে আগুন লাগা ইত্যাদি কারণে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। বিমার মাধ্যমে ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা হ্রাস করা যায়। ব্যবসায়ে বিমার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা দূর করার মাধ্যমে বিমা ব্যবসা-বাণিজ্যে গতিশীলতা বজায় রাখে। নৌ-বিমা, অগ্নি-বিমা, দুর্ঘটনা-বিমা, রপ্তানি-বিমা ইত্যাদি ব্যবসায়ের গতি সচল রাখে।

(গ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিমার গুরুত্বঃ বিমা কোম্পানি সঞ্চিত প্রিমিয়াম লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে। বিমা কোম্পানি ব্যক্তি ও সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে। ফলে নতুন

নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহনসহ সকল খাত বিমার আওতায় আসার কারণে ঝুঁকিমুক্ত একটি পরিবেশ বিরাজ করে।

(ঘ) সামাজিক ক্ষেত্রে বিমার ভূমিকাঃ বিমা কোম্পানি জীবন বিমা, সাধারণ বিমা ও অগ্নি বিমার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে। বিমা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেওয়ার মাধ্যমে বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে তোলে। বিমা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। অতিরিক্ত বিনিয়োগের কারণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং দেশের বেকারত্ব হ্রাস পায়।

বিমার অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হলো। এবার আসুন বিমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে জেনে নিই।

বিমা ব্যবসায়ের ইতিহাস ও বাংলাদেশে বিমার বর্তমান অবস্থা

বিমার উৎপত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয় যে, ভূমধ্যসাগরের উত্তর অঞ্চলে, বিশেষতঃ ইতালির জেনোয়া বন্দরকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় কয়েকটি দেশে ৪র্থ শতাব্দীতে বিমা ব্যবসায়ের প্রচলন শুরু হয়েছিল। পরে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্যবসায়ের পাশাপাশি বিমারও সম্প্রসারণ ঘটে। এ সময়ে ইউরোপের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য বিমাকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছিল। এ সময় বিমা সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হত। বিমা কোম্পানিগুলোর উদ্ভব তখনো হয়নি।

বিমার ইতিহাস থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে যে বিমাটি সর্ব প্রথম শুরু হয় তা ছিল নৌবিমা (Marine Insurance)। ১৬৬৬ সালে লন্ডন এবং ১৮৬১ সালে টালি এস্টেটের অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রথমবারের মতো ব্রিটেনে অগ্নিবিমা (Fire Insurance) শুরু হয় ১৮৬৫ সালে। এরপর ১৮৯৬ সালে "Hand in Hand" নামক জীবন বিমার (Life Insurance) উদ্ভব ঘটে। এটিও শুরু হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে। ইউরোপিয়রা উপনিবেশ (কলোনি) স্থাপনের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বাড়াতে থাকে। এর ফলে বিমা ব্যবস্থা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতীয় উপমহাদেশে বিমা ব্যবসায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। এ উপমহাদেশে ১৮১৮ সালে ইউরোপিয়রা কোলকাতায় The Oriental Life Insurance Company নামে একটি জীবন বিমা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিমা ব্যবসা শুরু করে। পরে ১৯২৮ সালে The Indian Insurance Company Act নামে একটি বিমা আইন পাশ করা হয়। এ আইনটি ১৯৩৮ সালে সংশোধিত, পরিমার্জিত ও সংযোজিত হয়ে ঘোষিত হয়।

আপনারা জানেন যে, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামক দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভারত বিভাগের পর ১৯৫৪ ও ১৯৫৮ সালে বিমা আইনে কিছু পরিবর্তন করা হয়। ১৯৫৭ সালে ভারতে বিমা ব্যবসা জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু পাকিস্তানে বিমা ব্যবসায় ব্যক্তি মালিকানাধীনেই থেকে যায়।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ Bangladesh Insurance (Emergency Provision) Order, 1972 জারি করা হয়। এতে ১৯৩৮ সালের বিমা আইনটি বাংলাদেশের বিমা আইন বলে বিবেচিত হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয় এবং ৭৫টি বিমা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করে প্রথমে ৫টি সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংস্থাগুলো হলোঃ ১. বাংলাদেশ জাতীয় বিমা কর্পোরেশন, ২. কর্ণফুলী বিমা কর্পোরেশন, ৩. তিস্তা বিমা কর্পোরেশন, ৪. সুরমা জীবন বিমা কর্পোরেশন এবং ৫. রূপসা জীবন বিমা কর্পোরেশন। এরপর আরো পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৭৩ সালের ১৪ মে বিমা কর্পোরেশন অধ্যাদেশ (Insurance Corporation Ordinance, 1973) ঘোষণার মধ্য দিয়ে ৫টি বিমা সংস্থাকে ২টি সংস্থার অধীনে আনা হয়। এ দুটি সংস্থা হলোঃ ১. জীবন বিমা কর্পোরেশন ও ২. সাধারণ বিমা কর্পোরেশন।

১৯৮৩ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা কর্পোরেশনের পাশাপাশি বেসরকারীভাবে বিমা ব্যবসার অনুমতি দেয়া হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচুর বেসরকারী বিমা কোম্পানি চালু আছে। ইতোমধ্যে দেশে বিমা ব্যবসা বেশ জনপ্রিয় ও লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। আপনিও পেশা হিসেবে বিমা খাতকে পছন্দ করতে পারেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে বিমার গুরুত্ব খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

বিমাকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প খাতের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে মোকাবেলা করার এক যুগোপযোগী ও কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অধ্যাপক I.M. Taylor-এর মতে, "বিমা চুক্তি হলো প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রতিদানে এক-পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষের সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণের সম্মতি।" অধ্যাপক মার্ক গ্রীনির মতে, "বিমা হলো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়কে সার্বিক ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করে।" বিমা হলো দুটি পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি যার এক পক্ষ তার সম্ভাব্য ঝুঁকি পুষিয়ে চলার জন্য অন্য পক্ষকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে এবং অপর পক্ষ উক্ত অর্থের বিনিময়ে তার ঝুঁকি গ্রহণ করে। তবে একথা স্পষ্ট যে, বিমা অন্যের ঝুঁকি নিজের ঘাড়ে নেয়। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ঝুঁকি নিরসনে বিমার গুরুত্ব অপরিসিম। ইউরোপে সর্বপ্রথম বিমার প্রচলন ঘটে এবং তাদের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিমা প্রথার প্রসার ঘটে। ভারতীয় উপমহাদেশেও ব্রিটিশরাই প্রথম বিমা ব্যবসা চালু করে। তবে বাংলাদেশে বিমা ব্যবসা প্রথমে সরকারি এবং পরে বেসরকারি খাতের মাধ্যমে প্রসার লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোন্টি ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা?
   ক. বিমা খ. বিমাকোম্পানি
   গ. বিমাকারী ঘ. বিমা গ্রহীতা

২. বিমার প্রধান কাজ কোন্টি?
   ক. সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়া
   খ. সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া
   গ. সম্ভাব্য ক্ষতির আগাম প্রতিরক্ষা দেওয়া
   ঘ. সম্ভাব্য ক্ষতির আগাম প্রতিরক্ষা দেওয়া

৩. বিমা চুক্তিতে বিমা গ্রহীতার মূল উদ্দেশ্য হলো-
   i. সঞ্চয়ের সুবিধ দেওয়া ii. আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়া
   iii. মানসিক প্রশান্তি অর্জন
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. বিমাযোগ্য ঝুঁকি হলো-
   i. ভূমিকম্প ii. দূর্ঘটনা
   iii. সম্পত্তি চুরি
   নিচের কোন্টি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১০.২ ঝুঁকি ও ঝুঁকির প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঝুঁকির সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- ঝুঁকির প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ঝুঁকির শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

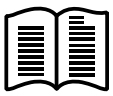

খুঁকি ও এর প্রকারভেদ

ব্যক্তি পর্যায়ে ও ব্যবসাক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের ক্ষতিই হোক না কেন, বিমার ক্ষেত্রে তা অর্থের অংকে পরিমাপ করা হয়। সে কারণে বিমার ক্ষেত্রে ঝুঁকি বলতে আর্থিক ক্ষতি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তাকে বোঝানো হয়েছে। আমরা জানি, মানুষের জীবনে সর্বত্রই ঝুঁকি জড়িত। ঝুঁকি আমরা পুরোপুরি নিরসন করতে পারি না কিন্তু ঝুঁকিজনিত ক্ষতিকে চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারি। আর এ কারণেই বিমা ব্যবসায় শুরু হয়েছে। বিমা ব্যবসায়ের মূল বিষয় হলো ঝুঁকি। এবার আসুন, ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেই।

ঝুঁকির সংজ্ঞা

ভবিষৎ অনিশ্চয়তা থেকে ঝুঁকির উদ্ভব হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও মানুষের জীবন চলার পথে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপদাপদ, অনিশ্চয়তা ও বিপর্যয় রয়েছে। এগুলো ঘটতেও পারে, আবার না-ও ঘটতে পারে। আর এ অনিশ্চয়তাজনিত ঝুঁকি নিরসনের জন্যই বিমার উদ্ভব হয়েছে। বিমা ব্যবসার মূল উৎস হলো :

- অনিশ্চয়তাজনিত ঝুঁকি।
- কোন আর্থিক ক্ষতি সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা।
- পরিমাপযোগ্য ও নির্ধারণযোগ্য অনিশ্চয়তা।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, কোন আর্থিক ক্ষতি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তাই হচ্ছে ঝুঁকি।

ঝুঁকি সম্পর্কে জানা হলো। এবার আসুন, এর শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানি।

ঝুঁকির শ্রেণিবিভাগ

ঝুঁকির মাত্রা অনুসারে ঝুঁকিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: অবিমাযোগ্য ঝুঁকি ও বিমাযোগ্য ঝুঁকি।

অবিমাযোগ্য ঝুঁকি (Un-Insurable Risk)ঃ এ ধরনের ঝুঁকি মোটামোটি নিশ্চিত। বিমা কোম্পানি যে ঝুঁকি গ্রহণ করার জন্য রাজি হয় না, তাকে অবিমাযোগ্য ঝুঁকি বলে। যেমন, বৃদ্ধ মানুষের জীবনবিমা অবিমাযোগ্য। ভুমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যে ক্ষতি হয়, তা অবিমাযোগ্য ঝুঁকি।

বিমাযোগ্য ঝুঁকি (Insurable Risk): যে সকল ঝুঁকি নিরসনের জন্য বিমা করা যায়, তাকে বিমাযোগ্য ঝুঁকি বলে। বিমা কোম্পানিগুলো ঝুঁকি পরিমাপের জন্য একটি standard বা আদর্শ মান ব্যবহার করে। কোন ঝুঁকি যদি আদর্শ মান থেকে বেশি না হয়, তাকে বিমাযোগ্য ঝুঁকি বলে। এটি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আসুন, এগুলো জেনে নিই।

বিমাযোগ্য ঝুঁকি তিন প্রকার। যথা: ক) আদর্শিক ঝুঁকি, খ) উত্তম-আদর্শিক ঝুঁকি ও গ) উপ-আদর্শিক ঝুঁকি।

ক. আদর্শিক ঝুঁকি (Standard Risk) : আদর্শিক ঝুঁকি মানুষের স্বাভাবিক (Normal) জীবনযাপনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। স্বাভাবিক জীবনযাপনের আদর্শিক মাত্রা ১০০ ধরে ২৫ পয়েন্ট যোগ-বিয়োগ সীমা পর্যন্ত আদর্শিক ঝুঁকির ব্যাপ্তি নির্ধারণ করা হয়।

খ. উত্তম আদর্শিক ঝুঁকি (Super Standard Risk) : যে বিষয় বা জিনিসটি বিমার আওতাভুক্ত, সেটিকে বিমার 'বিষয়বস্তু' বলে। যখন কোন বিষয়বস্তুতে আদর্শিক ঝুঁকির চেয়ে কম ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে, তখন তাকে উত্তম আদর্শিক ঝুঁকি বলে। ঝুঁকি মূল্যায়নের আংকিক পদ্ধতি অনুযায়ী ৭৫ পয়েন্টর নিচের মাত্রায় ঝুঁকি থাকলে তাকে উত্তম আদর্শিক ঝুঁকি বলে। এ ঝুঁকিটি বিমা কোম্পানির জন্য লাভজনক।

গ. উপ-আদর্শিক ঝুঁকি (Sub standard Risk): কোন বিষয়বস্তুতে আদর্শিক ঝুঁকির চেয়ে বেশি ঝুঁকি বিরাজমান থাকলে তাকে উপ-আদর্শিক ঝুঁকি বলে। অর্থাৎ ১২৫ থেকে ৫০০ পর্যন্ত পয়েন্টের ঝুঁকিকে উপ-আদর্শিক ঝুঁকি বলে। বিপজ্জনক পেশায় নিয়োজিত ঝুঁকিকে এ জাতীয় ঝুঁকির আওতায় ফেলা হয়। বিমা কোম্পানি এ ধরনের ঝুঁকির বিমা করতে চায় না। যেমন, কয়লার খনিতে কর্মরত মানুষের জীবন বিমা এ ঝুঁকির আওতাভুক্ত।

ঝুঁকি পরিমাপের উদ্দেশ্য (Purpose of Measuring Risk)

বিমা কোম্পানি ঝুঁকি পরিমাপের জন্য আর্থিক অংক ব্যবহার করে। অর্থাৎ ঝুঁকিকে আর্থিকভাবে প্রকাশ করে। তবে এর কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে। নিচে ঝুঁকি পরিমাপের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হলো:

১. **আর্থিক সিদ্ধান্তগ্রহণ :** কোন ঝুঁকি গ্রহণ করা হবে কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ঝুঁকি পরিমাপ করা হয়।

২. **প্রিমিয়াম নির্ধারণ:** ঝুঁকি বেশি হলে প্রিমিয়াম বেশি দিতে হবে, আর ঝুঁকি কম হলে প্রিমিয়াম কম হবে। বিমা কোম্পানি বিমা প্রস্তাব পাওয়ার পর বিষয়বস্তুর ঝুঁকি নির্ধারণ করে। এরপর প্রিমিয়ামের পরিমাণ নিরূপণ করে।

৩. **ঝুঁকির শ্রেণীবিভাগ করা:** বিষয়বস্তুর ঝুঁকির উপর নির্ভর করে কোনটির ঝুঁকি কত? পৃথকভাবে বিষয়বস্তুর ঝুঁকি পরিমাপ করে পৃথক পৃথক প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে এটি বেশ কঠিন। তাই ঝুঁকিকে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করে বিমা কোম্পানিতে প্রিমিয়ামের হার নিরূপণ করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ঝুঁকির পরিমাপ কৌশল খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

ব্যক্তি পর্যায়ে ও ব্যবসাক্ষেত্রে যে ধরনের ক্ষতিই হোক না কেন বিমার ক্ষেত্রে তা অর্থের অংকে পরিমাপ করা হয়। যে কারণে বিমার ক্ষেত্রে ঝুঁকি বলতে আর্থিক ক্ষতি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তাকে বোঝানো হয়েছে। ঝুঁকি হলো ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা। ব্যবসা-বাণিজ্য ও মানুষের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপদাপদ, অনিশ্চয়তা ও বিপর্যয় রয়েছে। ঝুঁকির মাত্রা অনুসারে ঝুঁকিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, অবিমাযোগ্য ঝুঁকি ও বিমাযোগ্য ঝুঁকি। বিমা কোম্পানি যে ঝুঁকি গ্রহণ করার জন্য রাজি হয় না তাকে অবিমাযোগ্য ঝুঁকি বলে। ঝুঁকিকে আর্থিকভাবে পরিমাপ করা হয়। আর এ পরিমাপের ভিত্তিতেই বিমা কোম্পানি ঝুঁকি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময় মূল্যকে কি বলে?

ক. প্রিমিয়াম　　খ. বোনাস

গ. বৃত্তি　　ঘ. অধিবৃত্তি

২. নিচের কোনটি ঝুঁকি গ্রহণকারী পক্ষ?

ক. বিমাকারী　　খ. বিমাগ্রহিতা

গ. নমিনি　　ঘ. দায় গ্রহণকারী

৩. 'বিমা একটি সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা' কেন?

ক. এটি ঝুঁকিগত অবস্থার প্রতিবন্ধকতা দূর করে　　খ. এটি মুনাফা অর্জনের সুযোগ তৈরি করে

গ. এটি বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে ঝুঁকি বণ্টন করে।

ঘ. এটি ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি পুন:স্থাপন করে।

৪. কিসের বিনিময়ে বিমা কোম্পানি বিষয়বস্তুর ঝুঁকি গ্রহণ করে?

ক. নিশ্চয়তার　　খ. প্রিমিয়াম

গ. বোনাস　　ঘ. বৃত্তির

৫. বিমার বৈশিষ্ট্য হলো-

i. বৈধ চুক্তি

ii. স্থলাভিষিক্ততা

iii. স্বার্থ হাসিল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i, ii ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৬. ঝুঁকির মূল বৈশিষ্ট্য হলো-

i. পরিমাপযোগ্য

ii. অনিশ্চয়তার ফসল

iii. অপরিমাপযোগ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i, ii ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১০.৩ বিমার মূলনীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিমার মূলনীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

বিমা ব্যবসায়ের নীতিসমূহ

বিমা ব্যবসা কতিপয় নীতিমালার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এগুলোকে বিমার মৌলিক নীতিমালা বলে। এসব নীতির বাইরে গিয়ে বিমা ব্যবসা পরিচালনা করা যায় না। তাহলে আসুন, আমরা বিমার নীতিমালাগুলো জেনে নিই।

১. বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতি ঃ সাধারণভাবে, বিমাযোগ্য স্বার্থ হলো বিমার বিষয়বস্তুর সাথে জড়িত বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ। অর্থাৎ বিমার বিষয়বস্তু নিরাপদে থাকলে বিমাগ্রহীতা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। আর বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাগ্রহীতা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

বাস্তবে অস্তিত্ব না থাকলে সে বিষয়ের উপর বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকে না ও তার উপর বিমাও করা যায় না। তবে বিমার বিষয়বস্তুটি বৈধ হতে হবে। যেমন, অন্যের সম্পত্তির উপর কোন ব্যক্তির বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকে না। ফলে সে এরূপ সম্পত্তির উপর বিমা করতে পারবে না।

২. চূড়ান্ত বিশ্বাসের নীতিঃ এ নীতি অনুযায়ী বিমাকারী এবং বিমাগ্রহীতা সরল বিশ্বাসে বিমা সংক্রান্ত সকল বিষয় একে অপরের কাছে অকপটে উপস্থাপন করবে। কোনো অবস্থাতেই গুরুত্বপুর্ণ কোন তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা যাবে না। তথ্য গোপন করলে বিমা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং বিমাচুক্তিতে সব প্রয়োজনীয় বিষয় প্রকাশ করতে হবে।

৩. ক্ষতিপূরণের নীতিঃ এ নীতি অনুসারে বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিবে। যতটুকু ক্ষতির জন্য বিমা করা হবে, ঠিক ততটুকুই ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়া হবে। বিষয়বস্তুর ক্ষতির পরিমাণ বিমামূল্যের বেশি হলে বিমা কোম্পানি বিমামূল্যের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিবে। আর কম হলে, প্রকৃত ক্ষতির সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিবে।

৪. প্রতিস্থাপনের নীতিঃ বিমা ব্যবসার নিজস্ব একটি আইন রয়েছে। বিমার মূল উদ্দেশ্য হলো, কোন বিমা গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে ক্ষতি পুষিয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। অর্থাৎ বিমার মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায় না। আইনগতভাবে তাই কোন ক্ষতি হওয়ার পর তা পূরণ করার পর অন্য কোন উৎস থেকে বিমা গ্রহীতা আর কোন অর্থ পাবে না। যেমন, একজন বিমাগ্রহীতার বিমাকৃত গাড়ীটি দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি তাকে একটি নতুন গাড়ী দিল। কিন্তু ধ্বংসকৃত গাড়ীটি বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা বিমাকারী প্রতিষ্ঠান পাবে; বিমা গ্রহীতা পাবে না।

৫. নিকটতম কারণ নীতিঃ ক্ষতির নানা কারণ থাকতে পারে। এ নীতি অনুযায়ী বিমা দাবী পূরণের সময় নিকটতম কারণটি বিবেচনা করা হবে, দূরের কারণটি নয়। কোন ক্ষতির সাথে একাধিক কারণ জড়িত থাকলে যে কারণটি নিকটতম সেটাকেই ক্ষতির কারণ বলে বিবেচনা করা হয়। তবে সেটা বিমাকৃত হতে হবে। ধরুন, একটি জাহাজের সামুদ্রিক বিমা করা আছে। জাহাজটি যান্ত্রিক কারণে ডুবে গেল। এ জন্য বিমাকারি কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না। কারণ যান্ত্রিক কারণটি বিমা করা নেই।

৬. অবদানের নীতিঃ বিমার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের নীতিকে কার্যকর করার জন্য অবদানের নীতি প্রয়োগ করা হয়। বিষয়বস্তুর উপর একাধিক বিমা করা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কোন ক্ষতি হলে সে ক্ষতিপূরণ সকলে আনুপাতিক হারে দিবে। ধরুন, মিঃ জামান তার একটি বাড়ি অগ্নিবিমার জন্য ৫,০০,০০০.০০ করে তিনটি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করল। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১,০০,০০০ টাকার ক্ষতি হলো। সেক্ষেত্রে সকলে মিলে আনুপাতিক হারে ১,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিবে। তবে এটি জীবন বিমা ও ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিমাযোগ্য স্বার্থের বিষয়গুলো খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

বিমা ব্যবসা কতিপয় নীতিমালার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এগুলোকে বিমার মৌলিক নীতিমালা বলে। এগুলো হলোঃ বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতি; চূড়ান্ত বিশ্বাসের নীতি; ক্ষতিপূরণের নীতি; প্রতিস্থাপনের নীতি; নিকটতম কারণ নীতি ও অবদানের নীতি। বিমা কোম্পানি এ সকল নীতির বাইরে গিয়ে বিমা ব্যবসা করতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১. কোনটি স্থলাভিষিক্ত নীতির আওতাভুক্ত?

ক. সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের মালিকানা হস্তান্তর
খ. বিমার সম্পূর্ণ স্বত্ব হস্তান্তর
গ. সম্পূর্ণ বিমাদাবির অধিকার হস্তান্তর
ঘ. সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশের বিমাদাবি হস্তান্তর

২. কোন বিমার ক্ষেত্রে স্থলাভিষিক্ততার প্রযোজ্য হয়?

ক. সম্পত্তি বিমা
খ. বৃত্তি বিমা
গ. জীবন বিমা
ঘ. দুর্ঘটনা বিমা

৩. নিচের কোনটি মূল নীতিটি জীবন ও সম্পত্তি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য?

ক. আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি
খ. আনুপাতিক অংশগ্রহণের নীতি
গ. প্রত্যক্ষ কারণের নীতি
ঘ. স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি

৪. সদ্বিশ্বাসের নীতির তাৎপর্য হলো-

i. একের প্রতি অন্যের বিশ্বাস রাখা
ii. বিশ্বাস ভঙ্গমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা
iii. প্রয়োজনীয় সকল তথ্য প্রকাশ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১০.৪ বিমা চুক্তি : বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিমা চুক্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিমা চুক্তির উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

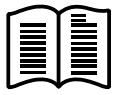

বিমা চুক্তি

পূর্বের পাঠগুলোতে বার বার বলা হয়েছে যে, বিমা এক ধরনের চুক্তি। বিমার ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে যে ঝুঁকি হস্তান্তর করে, মূলত সেটিই বিমা চুক্তি। অধ্যাপক টেলরের মতে, "বিমা চুক্তি হলো প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রতিদানে এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষের সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণের সম্মতি।" সুতরাং বিমা চুক্তিতে বিম গ্রহীতা প্রিমিয়াম দেয় এবং বিমা কোম্পানি ক্ষতি সাধিত হলে তা পুষিয়ে দেওয়ার সম্মতি প্রদান করে। বিমা চুক্তির বিষয়টি সংক্ষেপে জানা হলো। এবার আসুন, আমরা এটি বিশ্লেষণ করি এবং বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করি।

বিমা চুক্তির বৈশিষ্ট্য

বিমা চুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. দুটি পক্ষ ঃ অন্যান্য চুক্তির মত বিমা চুক্তিতে দুটি পক্ষ থাকে– একটি বিমাগ্রহীতা এবং অপরটি বিমাকারী (বিমা কোম্পানি)।

২. বৈধ চুক্তি ঃ বিমা আইন অনুযায়ী বিমা চুক্তির সকল শর্ত বৈধ হতে হবে।

৩. লিখিত চুক্তি ঃ বিমা চুক্তি অবশ্যই লিখিত হতে হবে। কোন মৌখিক চুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. অনিশ্চিত চুক্তি ঃ বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়েই ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটনা সামনে রেখেই চুক্তিবদ্ধ হয়। সে ঘটনা ঘটতে পারে, আবার নাও ঘটতে পারে।

৫. প্রিমিয়াম ঃ প্রিমিয়াম ছাড়া বিমা চুক্তি হয় না। বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে ঝুঁকি গ্রহণের প্রতিদান হিসেবে যে অর্থ প্রদান করে, তাকেই প্রিমিয়াম বলা হয়।

৬. বিমাযোগ্য স্বার্থ ঃ বিমাচুক্তিতে বিমাযোগ্য স্বার্থ হলো বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ। বিষয়বস্তুর উপর বিমাগ্রহীতার বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে, অন্যথায় বিমা চুক্তি বৈধ হবে না।

৭. ক্ষতিপূরণের চুক্তি ঃ বিমা চুক্তির উদ্দেশ্য হলো প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারীর ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া। সে কারণে বিমা চুক্তি হলো ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

৮. চূড়ান্ত বিশ্বাস ঃ বিমা চুক্তিতে কোন তথ্য গোপন করা যাবে না। কোন পক্ষ তথ্য গোপন করলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

ইতোমধ্যে আমরা বিমাচুক্তির বৈশিষ্ট্য জেনেছি। বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এর কতিপয় উপাদান রয়েছে। এবার আসুন, এর মূল উপাদানগুলো জেনে নিই। এগুলোকে বিমাচুক্তির সাধারণ শর্তও বলা হয়।

বিমাচুক্তির উপাদানসমূহ

বিমা চুক্তির সাধারণ শর্ত বা উপাদানসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১. একাধিক পক্ষ ঃ যেকোন চুক্তির জন্য কমপক্ষে দু'টি পক্ষ থাকতে হয়। বিমার ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী দুটি পক্ষ থাকে।

২. প্রস্তাব ঃ বিমা চুক্তি একটি চুক্তি, সুতরাং বিমার ক্ষেত্রেও প্রস্তাব থাকতে হবে। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীর কাছে প্রস্তাব দিয়ে থাকে।

৩. স্বীকৃতি ঃ যে পক্ষকে প্রস্তাব করা হয়, সে পক্ষ যদি বিনাশর্তে প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে তাকে স্বীকৃতি বলা হয়। বিমার ক্ষেত্রেও অনুরূপ স্বীকৃতি থাকতে হবে।

৪. সম্মতি ঃ চুক্তির উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষ কোন কিছু করা বা না করার জন্য যে ঐক্যমত পোষণ করে, তাকে সম্মতি বলে। সম্মতি চুক্তির অন্যতম শর্ত। বিমার ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা এবং বিমাকারীর সম্মতি থাকতে হবে।

৫. আইনগত সম্পর্ক ঃ বিমাচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কোন পক্ষ শর্তভঙ্গ করলে চুক্তি বাতিল হবে।

৬. আইনানুগ উদ্দেশ্য ঃ বিমা চুক্তির উদ্দেশ্য প্রচলিত আইন অনুযায়ী বৈধ হতে হবে। অবৈধ উদ্দেশ্য থাকলে চুক্তি বাতিল হবে।

৭. চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা ঃ নাবালক, পাগল, দেউলিয়া, মস্তিষ্কবিকৃত ব্যক্তি বা আইনগত দ্বারা নিষিদ্ধ ব্যক্তি চুক্তি করতে পারে না। বিমাচুক্তির ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য।

৮. স্বাধীন সায় ঃ বল প্রয়োগ, অনুচিৎ প্রভাব, মিথ্যা বর্ণনা বা প্রতারণার মাধ্যমে সায় আদায় করে বিমা চুক্তি করা যাবে না। এরূপ হলে বিমাচুক্তি বাতিল হবে।

৯. নির্দিষ্টতা বা নিশ্চয়তা ঃ বিমা চুক্তির ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্যের বাইরে চুক্তি সম্পাদন করা যাবে না। যে উদ্দেশ্যে বিমা করা হয় তার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

১০. লিখিত ঃ বিমা চুক্তি অবশ্যই লিখিত হতে হবে। মৌখিক চুক্তি বিমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এগুলোর বাইরেও বিমাচুক্তির আরো কিছু উপাদান রয়েছে। এগুলোকে বিশেষ উপাদান বলে।

বিমা চুক্তির বিশেষ উপাদানসমূহ ঃ

বিমা চুক্তির বিশেষ উপাদানগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. বিমাযোগ্য স্বার্থ ঃ বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকারীর আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়। বিমাগ্রহীতার বিষয়বস্তুর উপর বিমাযোগ্য স্বার্থ অবশ্যই থাকতে হবে।

২. চূড়ান্ত বিশ্বাস ঃ বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারী এবং বিমাগ্রহীতা কোন তথ্য গোপন করতে পারবে না। তথ্য গোপন করা হলে বিমা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৩. ক্ষতিপূরণ ঃ সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের জন্য বিমা করা হয়। তাই বিমা থেকে মুনাফা করা যাবে না। অর্থাৎ বিমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওয়া যাবে না।

৪. স্থলাভিষিক্ততা ঃ বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি তাকে পূর্বের অবস্থায় এনে দিবে। এটাকেই স্থলাভিষিক্ততা বলে যা বিমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান।

৬. নিকটতম কারণ ঃ বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে যে কারণে ক্ষতি হয় তা যদি বিমাকৃত থাকে শুধু তখনই বিমার টাকা পাওয়া যাবে। অন্য কারণে ক্ষতি হলে বিমার অর্থ পাওয়া যাবে না। ধরুন, আগুণজনিত কারণে ক্ষতির জন্য একটি দোকানের বিমা করা হলো। এক্ষেত্রে দোকানে চুরি হলে চুরিজনিত কারণে বিমার টাকা পাওয়া যাবে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিমা চুক্তির বিশেষ শর্তাবলীর বিবরণ খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

বিমার ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে যে ঝুঁকি গ্রহণের দায়িত্ব দেয়, মূলত সেটিই বিমা চুক্তি। অধ্যাপক টেলরের মতে, "বিমা চুক্তি হলো প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রতিদানে এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষের সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণের সম্মতি।" সুতরাং বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা প্রিমিয়াম দেয় এবং বিমা কোম্পানি ক্ষতি সাধিত হলে তা পুষিয়ে দেওয়ার সম্মতি প্রদান করে। বিমা চুক্তি সদ্বিশ্বাসের চুক্তি। এটি অবশ্যই লিখিত হতে হবে। চুক্তিতে উল্লিখিত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ বিমা থেকে পাওয়া যায় না অর্থাৎ বিমা থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়, তবে লাভবান হওয়া যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১. আর্থিকভাবে নির্ধারণযোগ্য ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাকে কী বলে?

ক. ক্ষতির সম্ভাবনা
খ. ঝুঁকি
গ. ক্ষতির আগাম
ঘ. ক্ষতির সম্ভাব্যতা?

২. নিচের কোনটি বিমাযোগ্য ঝুঁকির বৈশিষ্ট্য নয়?

ক. অনিশ্চিত
খ. পরিমাপযোগ্য
গ. নিশ্চিত
ঘ. অনিচ্ছাকৃত ও আকস্মিক

৩. বিমা হল বিমাকারী ও বিমা গ্রহীতার মধ্যে একটি-

ক. চুক্তি
খ. বন্ড
গ. নিশ্চয়তা
ঘ. প্রতিশ্রুতি

৪. বিমা চুক্তিতে কে প্রস্তাব প্রদান করে?

ক. বিমাকারী
খ. বিমা গ্রহীতা
গ. বিমা কোম্পানি
ঘ. ঝুঁকি গ্রহণকারী

৫. কে বিমা চুক্তিতে প্রিমিয়াম প্রদান করে?

ক. বিমাকারী
খ. আহ্বানকারী
গ. বিমা কোম্পানি
ঘ. বিমা গ্রহীতা

৬. বিমাচুক্তির অপরিহার্য উপাদান হলো?

i. দুটি পক্ষ
ii. সঞ্চয়ের সুবিধা
iii. বিমাযোগ্য স্বার্থ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১০.৫ বিমা চুক্তির শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিমা চুক্তির শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

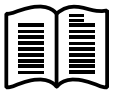

বিমা চুক্তির শ্রেণিবিভাগ

আমরা ইতোমধ্যে বিমার প্রকৃতি, ধরন এবং বিমা চুক্তির উপাদান সম্পর্কে জেনেছি। এবার আসুন, বিমা চুক্তির শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জেনে নিই। সাধারণভাবে বিমা দু'ধরনের। একটি হলো জীবন বিমা (Life Insurance) এবং অপরটি হলো (General Insurance) সাধারণ বিমা। নিচে এর বিবরণ দেওয়া হলো:

১. জীবন বিমা ঃ এ ধরনের বিমার বিষয়বস্তু হলো মানুষের জীবন। সুতরাং যে বিমার বিষয়বস্তু মানুষের জীবন তাকে এক কথায় জীবন বিমা বলে। জীবন বিমা অন্যান্য বিমা থেকে একটু আলাদা। অন্যান্য বীমা হলো ক্ষতি পূরণের বিমা। জীবন বিমা ক্ষতি পূরণের বিমা নয়, কারণ মানুষের জীবন অর্থের মানদণ্ডে বিচার করা যায় না।

২. সাধারণ বিমা ঃ জীবন বিমা ছাড়া অন্যান্য বিমা সাধারণ বিমার অন্তর্ভুক্ত। নৌ বিমা, অগ্নি বিমা এবং দায় বিমা সাধারণ বিমার আওতাভুক্ত।

এবার আসুন ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিমাকে শ্রেণিবিন্যাস করি।

ক) সম্পত্তি বিমা ঃ বাস্তবে সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য যে বিমা করা হয়, তাকে সম্পত্তি বিমা বলে। এটি মূলতঃ দু'ধরনের। যথা, নৌ বিমা ও অগ্নি বিমা। এ ছাড়াও আরো কিছু সম্পত্তি বিমা রয়েছে। এগুলো অন্যান্য বিমার আওতাভুক্ত। নিচে এ তিন ধরনের বিমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

i) নৌ বিমা ঃ নৌ পথে পণ্য পরিবহণের সাথে জড়িত বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে যে বিমা করা হয় তাই মূলতঃ নৌ বিমা। নৌ বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

ii) অগ্নিবিমা ঃ আগুন মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। তবে অনেক সময় আগুন মানুষের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আগুনের বিপদ থেকে রক্ষা করার যে বিমা করা হয়, তাকে বলা হয় অগ্নি বিমা। এটিও ক্ষতিপুরণের চুক্তি।

iii) বিবিধ বিমা ঃ পণ্য, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদি দুর্ঘটনার কবলে পড়লে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য যে বিমা করা হয়, তা বিবিধ বিমার আওতাভুক্ত। এক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বিমা ব্যবস্থা চালু আছে। যেমন- আসবাপত্র বিমা, গবাদি পশু বিমা ইত্যাদি।

খ) দায় বিমা ঃ বিমা চুক্তি অনুযায়ী সম্পদের বা ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর জন্য ক্ষতির দায় পূরণ করার লক্ষ্যে যে চুক্তি করা হয়, তাকে দায় বিমা বলে। এটাও সাধারণ বিমার অন্তর্গত। আরো কিছু বিমা আছে যেগুলো সাধারণ বিমার আওতাভুক্ত। যেমন, প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা, কর্মচারী বিমা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিমার শ্রেণিবিভাগ খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

জীবন বিমা অন্যান্য বিমা থেকে একটু আলাদা। অন্যান্য বিমা হলো ক্ষতি পূরণের বিমা আর জীবন বিমা ক্ষতি পূরণের বিমা নয়। কারণ মানুষের জীবন অর্থের মানদণ্ডে বিচার করা যায় না। জীবন বিমাও আবার নানা প্রকার হয়ে থাকে। জীবন বিমা ছাড়া অন্যান্য বিমা সাধারণ বিমার অন্তর্ভুক্ত। বিমা চুক্তি অনুযায়ী সম্পদের বা ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা বা মৃত্যুর জন্য ক্ষতির দায় পূরণ করার লক্ষ্যে যে চুক্তি করা হয় তাকে দায় বিমা বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১. বিমা চুক্তিতে কয়টি পক্ষ থাকে?

ক. ১ খ. ২

গ. ৩ ঘ. ৪

২. বিমা চুক্তি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য একে অপরকে প্রদান করবে- তা নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত?

ক. সদ্বিশ্বাসের খ. ক্ষতিপূরণের

গ. সম্ভাব্যতার ঘ. প্রত্যক্ষ কারণের

পাঠ-১০.৬ বিমা ব্যবসায়ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের বিমা ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

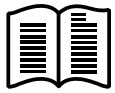

বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ শিল্প ও বাণিজ্যে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। এ কারণে দেশের বিমা ব্যবসাও এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে সংখ্যায় অনেক বেসরকারি বিমা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও সার্বিকভাবে বিমা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ততটা শক্তিশালী নয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে সব বিমা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করে জীবন বিমা কর্পোরেশন এবং সাধারণ বিমা কর্পোরেশন-এ দুটি প্রতিষ্ঠানের অধীনে নিয়ে আসা হয়। ১৯৮৫ সাল অবধি এ দু'টি সংস্থা মূলত এ দেশের বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ১৯৮৫ সালে বিমা ব্যবসাকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর থেকে এ দেশের বিমাখাতে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ২০১৫ সালের শেষ পর্যন্ত এ দেশের বিমা কোম্পানির সংখ্যা এসে দাঁড়ায় সাধারণ বিমাখাতে ৪৬ ও জীবন বিমাখাতে ৩১ অর্থাৎ সর্বমোট ৭৭। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য ব্যবসার ন্যায় বিমা ব্যবসায় দিন দিন প্রসার লাভ করছে এবং বর্তমানে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে পরিণত হয়েছে। এ খাতকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতোমধ্যে একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা তৈরি করা হয়েছে। তাহলে আসুন, এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিই।

বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রক সংস্থা

বাংলাদেশ বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হিসেবে ২০১০ সালের বিমা আইনে যে কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা বলা হয়েছে তার নাম 'বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ'। বিমা ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান, বিমা পলিসি, জড়িত পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে সরকার এই নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে। একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যের সমন্বয়ে এই কর্তৃপক্ষ গঠিত। এ আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কাজ ও দায়িত্ব নিচে বর্ণনা করা হলো:

(ক) বিমা ও পুনঃবিমা ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ;

(খ) বাংলাদেশে বিমা শিল্পের উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান এবং শিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(গ) সেবার মান উন্নয়নে বিমা শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান;

(ঘ) বিমা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সভা ইত্যাদি আয়োজন;

(ঙ) বিমাকারী, পুনঃবিমাকারী, মধ্যস্থতাকারীর নিবন্ধীকরণ ও সনদ এবং অনুরূপ নিবন্ধীকরণ, নবায়ন, সংশোধন, প্রত্যাহার, স্থগিতকরণ বা বাতিলকরণ;

(চ) মধ্যস্থতাকারী এবং এজেন্টদের আচরণবিধি ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন;

(ছ) জরীপকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং তার নবায়ন, সংশোধন, প্রত্যাহার, স্থগিতকরণ বা বাতিলকরণ;

(জ) বিমা পলিসি গ্রাহক কর্তৃক মনোনয়ন, বিমাযোগ্য স্বার্থ, লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসির প্রত্যর্পণ মূল্য এবং বিমার অন্যান্য শর্ত বিষয়ে বিমা পলিসি গ্রাহক ও তার উপকারভোগী এবং বিমা ও পুনঃবিমাকারীর সংরক্ষণ;

(ঝ) এই আইনের উদ্দেশ্য অর্জনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ফি, অন্যান্য প্রাপ্য সংগ্রহ ও জরিমানা ধার্যকরণ;

(ঞ) বিমা ও পুনঃবিমা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার নিরীক্ষাসহ তাদের পরিদর্শন, তদন্ত ও অনুসন্ধান এবং তাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহকরণ;

(ট) বিমা ব্যবসায়ের ব্যবহার্য হিসাবের বইয়ের নমুনা ও হিসাবরক্ষণ প্রণালী এবং হিসাব বিবরণী প্রেরণের ছক নির্ধারণ;

(ঠ) একচ্যুয়ারিয়াল প্রতিবেদনের পদ্ধতি নির্দিষ্টকরণ;

(ড) বিমা কোম্পানিসমূহের ঋণ পরিশোধের সলভেন্সি মার্জিন রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণকরণ;

(ঢ) বিমা পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণে তহবিল গঠন ও নিয়ন্ত্রণ;

(ণ) বিমা ও পুনঃবিমা কোম্পানির তহবিল ও বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ;

(ত) বিমাকারী, মধ্যস্থতাকারী ও বিমা মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স একাডেমি :

বিমা খাতে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল তৈরি করার জন্য বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স একাডেমি বিমাকোর্স প্রবর্তন করেছে, যা সম্পন্ন করলে বিমাকর্মী বিশেষ সুবিধা পায় এবং পেশাগত উন্নয়ন ঘটাতে পারে। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আপনিও এ একাডেমির কোর্স শেষ করে একজন চৌকশ বিমাকর্মী হিসেবে বিমা ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত হতে পারেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিমা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে সব বিমা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করে জীবন বিমা কর্পোরেশন এবং সাধারণ বিমা কর্পোরেশন-এ দুটি প্রতিষ্ঠানের অধীনে নিয়ে আসা হয়। ১৯৮৫ সাল অবধি এ দু'টি সংস্থা মূলতঃ এ দেশের বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। বাংলাদেশ বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হিসেবে ২০১০ সালের বিমা আইনে যে কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা বলা হয়েছে তার নাম 'বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ'। বিমা খাতে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল তৈরি করার জন্য বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স একাডেমিক কোর্স প্রবর্তন করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১. বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা কোন্‌টি?

ক. বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ — খ. বাংলাদেশ ব্যাংক

গ. অর্থ মন্ত্রণালয় — ঘ. বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স একাডেমী

২. বাংলাদেশে কত সালের বিমা আইন কার্যকর রয়েছে?

ক. ১৯৩৮ — খ. ১৯৬৫

গ. ১৯৯৪ — ঘ. ২০১০

৩. বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স একাডেমি কত সালে গঠিত হয়?

ক. ১৯৭১ — খ. ১৯৭২

গ. ১৯৭৩ — ঘ. ১৯৭৪

৪. বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোনটি?

ক. বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি — খ. IDRA

গ. SEC — ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিমা বলতে কি বুঝেন? বিমার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
২. বিমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৩. বিমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করুন।
৪. বিমা চুক্তি বলতে কি বোঝেন?
৫. বিমা চুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
৬. বিমার আইনগত উপাদানগুলো কি কি?
৭. বিমার বিশেষ উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করুন।
৮. ঝুঁকির সংজ্ঞা দিন।
৯. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিন।
১০. ঝুঁকির কার্যাবলী ও প্রকৃতি বর্ণনা করুন।
১১. সংজ্ঞা লিখুন ঃ ক. অবিমাযোগ্য ঝুঁকি খ. বিমাযোগ্য ঝুঁকি
১২. ঝুঁকি পরিমাপের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
১৩. ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
১৪. বিমাযোগ্য স্বার্থ কি?
১৫. বিমাযোগ্য স্বার্থের অপরিহার্য উপাদানগুলো কী কী?
১৬. কোন্ বিমার ক্ষেত্রে কখন বিমা যোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে?
১৭. বিমাযোগ্য স্বার্থের ৫টি উদাহরণ দিন।
১৮. "চূড়ান্ত বিশ্বাসের চুক্তি বিমা চুক্তি" আলোচনা করুন।
১৯. ক্ষতিপূরণের নীতি ও প্রতিস্থাপনের নীতি বর্ণনা ও এ দুই নীতির মধ্যে পার্থক্য করুন।
২০. নিকটতম কারণ মতবাদ ও অবদানের নীতি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
২১. বিভিন্ন ধরনের বিমার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২২. বিমা বলতে কি বোঝেন?
২৩. বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমির উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
২৪. বিমার প্রাথমিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২৫. বিমার অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২৬. ব্যক্তিগত জীবনে বিমার ভূমিকা কি?
২৭. বিমাযোগ্য স্বার্থ হবার শর্তগুলো কি কি?
২৮. কী কী ভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়া যায়?
২৯. অবদানের নীতি প্রয়োগের শর্তগুলো কি কি?
৩০. নিকটতম কারণ নির্ণয়ের নীতিগুলো বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিমার সংজ্ঞা দিন। বিমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করুন। বিমার প্রকৃতিগুলোর বর্ণনা দিন।

২. ক) বিমার গুরুত্ব ও ভূমিকা বর্ণনা করুন।
   খ) বিমার শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করুন।

৩. ক) পূন:বিমা ও দ্বৈত বিমার মধ্যে পার্থক্য করুন।
   খ) বিমা চুক্তি ও বাজি ধরার চুক্তির মধ্যে পার্থক্য করুন।

৪. বিমার সাধারণ ও বিশেষ উপাদানগুলো বর্ণনা করুন।
   ক) বিমাযোগ্য স্বার্থের শর্তগুলো বর্ণনা করুন।
   খ) কি কি বিষয়ের উপর বিমাযোগ্য স্বার্থ আছে?
   গ) কোন ধরনের বিমার ক্ষেত্রে কখন বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকা আবশ্যক?

৫. ক) চূড়ান্ত বিশ্বাসের নীতি বলতে কি বোঝেন?
   খ) কোন্ কোন্ তথ্য বিমা গ্রহীতার প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক?
   গ) কি কি তথ্য প্রকাশ করা জরুরী নয়?
   ঘ) বিমার দায় গ্রহণ ও দাবী পূরণের ক্ষেত্রে চুড়ান্ত বিশ্বাসের নীতি প্রয়োগের বর্ণনা দিন।

৬. ক) "বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়" ব্যাখ্যা করুন। ক্ষতিপূরণের নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে গড় পদ্ধতির উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
   খ) ক্ষতিপূরণ করার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।

৭. ক) স্থলাভিষিক্ততার নীতি বলতে কি বোঝেন?
   খ) কিভাবে স্থলাভিষিক্ততার অধিকার জন্মায়?
   গ) স্থলাভিষিক্ততার নীতি প্রয়োগের জন্য কি কি বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন?

৮. ক) অবদানের নীতি বলতে কি বোঝেন?
   খ) অবদানের নীতি প্রয়োগের শর্তগুলো বর্ণনা করুন।
   গ) অবদানের নীতি কিভাবে কাজ করে উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৯. ক) নিকটতম কারণ নীতি বলতে কি বোঝেন। উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
   খ) নিকটতম কারণ নির্ধারণের নীতিগুলো বর্ণনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব কামাল ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি করোলা গাড়ি ক্রয় করে বিমা করলেন যাতে দুর্ঘটনায় পড়লে বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পান। গাড়িটি একদিন দুর্ঘটনায় পড়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে যায়। বিমা কোম্পানি উক্ত অযোগ্য গাড়িটি নিয়ে জনাব কামালকে একটি নতুন গাড়ি প্রদান করলেন।

   ক. বিমা কী?

   খ. দুর্ঘটনা বিমা বলতে কী বোঝায়?

   গ. উদ্দীপকে বিমার কোন নীতির প্রতিফলন হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

   ঘ. উদ্দীপকে জনাব কামাল ও বিমাকারীর সাথে সম্পাদিত চুক্তিটি যে ধরনের বিমা তার প্রয়োগ আছে কী? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখান।

২. জনাব হাবিব একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। তিনি ৫০,০০০ টাকা দিয়ে একটি ট্যাক্সিক্যাব ক্রয় করেন, যা ভাড়া দিয়ে তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হন আর না থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই তিনি ট্যাক্সিক্যাবটির ওপর বিমা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ক. প্রিমিয়াম কী?

খ. বিমা থেকে নিশ্চয়তা আলাদা কেন?

গ. জনাব হাবিব ট্যাক্সিক্যাবের ওপর কোন্ ধরনের বিমা করতে পারবেন? বর্ণনা করুন।

ঘ. ট্যাক্সিক্যাবের ওপর জনাব হাবিবের কীভাবে বিমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ :	১.ক	২.ক	৩.খ	৪.খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ :	১.ক	২.ক	৩.গ	৪.খ	৫.ক	৬.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ :	১.ক	২.ক	৩.গ	৪.খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ :	১.খ	২.খ	৩.খ	৪.খ	৫.খ	৬.গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৫ :	১.খ	২.ক				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৬ :	১.ক	২.ঘ	৩.গ	৪.খ		